

মাহে রবিউল আউওয়াল

এয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
এয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

দরুদ ও সালামের মাস, ঈদ-এ মীলাদুন্নবীর মাহিনা মাহে রবিউল আউওয়াল বর্ষ ঘুরে আবার সমাগত। ঋতুরাজ বসন্তের এ মাস বিশ্বমুসলিমের হৃদয়কে গভীর অনুভূতিতে নাড়া দিতে আবার উপস্থিত। ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে বন্দরে সর্বত্র সাড়া পড়ে গেছে আজ। সকলে এ মাসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে খোদার দরবারে শুকরিয়া আদায় করে ধন্য হতে ব্যস্ত। আয়োজিত হচ্ছে বড় বড় মাহফিল। এ সঙ্গে ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তিময় সে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর চায় মানসিক ও ব্যবহারিক দিক থেকেও এ মাসে পাচ্ছে এক নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও গতিময়তা।

এ মাস হচ্ছে গুনাহগার বান্দাদের আত্মসংশোধনের মাস এবং পাপাচার, অন্যায় হতে তাওবা করার প্রকৃত সময়। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলা দিয়ে এ মাসে যে সব মুসলমান দোয়া করবেন খোদার অনুগ্রহে তাদের দোয়া কবুল হবার সৌভাগ্য নসিব হবার পূর্ণ আশা। স্মরণযোগ্য যে, আবু লাহাব কাফির হওয়া সত্ত্বেও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের সংবাদ শুনে একজন বাঁদীকে আজাদ করার কারণে যদি খোদা তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ অর্জন করার অধিকারী হতে পারে তবে নবীয়ে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের দিকে লক্ষ্য করে তাঁর - অসম্ভব হেতুসমূহ বর্জন করে তাঁর সম্ভাবনাকারী গণ যে, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবেন তাতে সন্দেহের কি অবকাশ থাকতে পারে? অধিকন্তু এ মাসে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও বরকত সারা জাহানে বর্ষিত হয় বিধায় দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিলের মাস হিসেবে এ মাসকে যথাযোগ্য সমাদর ও গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য।

এ মাসের নফল নামায ও দু'আ

রবিউল আউওয়াল মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর মাগরীব ও আওয়ানবীর নামায আদায়ের পরে দুই রাকাত নফল নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার

সূরা ইখলাস পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর ১০০বার নিম্নের দরুদ শরীফটি পাঠ করবেন-

দরুদ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলে ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার্ রাহিমীন।

অতঃপর মুনাজাত করবেন ইনশাআল্লাহ হাজত পূর্ণ হবে। এরূপ একই নিয়মে দুই রাকাত করে ষোল রাকাত নামায আদায় করা অত্যন্ত উপকারী। অতঃপর ১০০০ বার দরুদ শরীফ পড়বেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সন্ধ্যায় চার রাকাত করে নামায আদায় করতে পারেন। প্রতি রাকাতে আয়াতুল কুরসী ৯বার, তোয়াহা ১বার; ইয়াসীন ১বার এবং ওবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। অতঃপর দরুদ পাঠান্তে মুনাজাত করবেন। বর্ণিত আছে যে মাসের প্রথম তারিখ হতে আরম্ভ করে শেষাবধি প্রত্যেক ইশার নামাযান্তে একহাজার পাঁচশত পঁচিশবার নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করলে স্বপ্নযোগে হজুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার নসীব হবে। দরুদ শরীফ নিম্নরূপঃ

দরুদ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

মাসের বার তারিখে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রুহ মোবারকের প্রতি নিবেদন করে দুই রাকাত বিশিষ্ট ২০ রাকাত নফল নামায প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১বার পাঠান্তে আদায় করবেন। এর ফলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার নসীব হবে।

উক্ত দিন জশনে জুলুসে ঈদ-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এ শরীক হওয়াও পুণ্যময় আল্লাহর প্রতি শোকর গুজারির নিদর্শন। এ দিন ৩৬০বার সূরা ইখলাস পাঠ করা বুজুর্গানে কেরামের প্রদর্শিত আমলের অন্তর্ভুক্ত। ২১তারিখ ২রাকাত করে নফল নামায আদায় করবেন। সম্ভব হলে প্রতি রাকাতে সূরা মুজাম্মিল কিংবা অপর কোন সূরা দ্বারা। সালাম ফিরানোর পর সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহর কাছে স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করবেন। তাছাড়া একত্রটিতে নিম্নের দোয়া পড়বেন-

দু'আ

এয়া গাফুর গাফারতা বিল গুফরি ওয়াল গুফরু ফি গুফরি গুফরিকা এয়া গাফুর।

এ চাঁদ এ মাস

বিশেষত: এ মাসে মুসলিম বিশ্বের কল্যাণ, সংহতি ও ঐক্যের জন্য মুনাজাত করবেন এবং স্বীয় দেশ ও দেশের কল্যাণে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। আর এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এ মাসের আয়োজিত মীলাদ মাহফিল, আলোচনা, জশনে জুলুস ইত্যাদিতে শরীক হওয়া অতীব পূণ্যময় এবং উভয় জগতের উন্নতি, বরকত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত কজন অলী

১ তারিখ : খাজা বাহাউদ্দীন নব্ববন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

১৩তারিখ : হযরত সাবির কলয়রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

১৪তারিখ : খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)

২১তারিখ : শায়খ আবদুল হক, মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)

আগামী চাঁদের মাস ৪ মাহে রবিউস সানী

আমাদের সামগ্রিক জীবনের সঙ্কট, সমস্যা ও দুর্দশা দূরীভূত করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কালজয়ী জীবনদর্শনের অনুসরণ এবং আউলিয়া কেরামের জীবনবোধ সম্পর্কে চর্চার কোন বিকল্প নাই। এই জীবনবোধ সম্পর্কে চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তরে যে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে তাতে আমরা ভোগবাদী মনোবৃত্তি পরিহার করে নিজেদের আদর্শকে বিশ্বমাঝে সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

এ মাসের নফল এবাদত

২৫ ও ২৯ তারিখ এশার নামাযের পর দুই রাকাত বিশিষ্ট চার রাকাত নামায আদায়ের জন্য কোন কোন বুয়ুর্গ উৎসাহিত করেছেন যাতে অশেষ কল্যাণ নিহিত। এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে পাঁচবার সূরা ইখলাস দ্বারা এ নামায আদায় করবেন। অন্যান্য রাতেও অধিকহারে দরুদ শরীফ, তিলাওয়াতে কোরআন এবং নফল নামায আদায়াস্তে গুনাহ'র ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতির জন্য দোয়া করবেন। বিশেষত: ১১ তারিখ খতমে গাউসিয়া শরীফ, গাউসে পাকের জীবনী আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল এবং গরীব মিসকীনদের আহার করানোর ব্যবস্থা করে তার সাওয়াব গাউসে পাকের প্রতি প্রেরণের দোয়া করা অতঃপর দেশ ও দেশের জন্য বিশেষ মুনাজাত।

মাহে রবিউস সানীতে ওফাত প্রাপ্ত কজন অলী

ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি : ১ তারিখ
খাজা হাবীব আজমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি : ৩ তারিখ
ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি : ৭ তারিখ
গাউসে আজম আবদুল ক্বাদের জিলানী (র.): ১১ তারিখ
শায়খ মহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহ.) : ১২ তারিখ
শায়খ নিজামুদ্দীন কুবরা (রহ.) : ১৩ তারিখ
মাহবুব ইলাহী নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) : ১৮ তারিখ
সুলতান ইবরাহীম আদহাম (রহ.) : ২৬ তারিখ
হযরত খাজা দাউদ তাঈ (রহ.) : ২৭ তারিখ